সমকাল

তারিখ 25 OCT 2013
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

সরকারি সনদ পাবেন কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও

■ সমকাল প্রতিবেদক

প্রথমবারের মতো কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার স্বীকৃতি দিয়ে সরকারি সনদের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ জন্য পৃথক একটি কর্তৃপক্ষ গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এতদিন কওমি মাদ্রাসার পৃথক পাঁচটি শিক্ষা বোর্ড শিক্ষার্থীদের 'সনদ' দিয়ে এলেও এগুলোর সরকারি কোনো স্বীকৃতি ছিল না। সনদের স্বীকৃতি দিলে, অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের মতো চাকরির জন্য আবেদনের সুযোগ সৃষ্টি হবে কওমি শিক্ষার্থীদের।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল বৃহস্পতিবার সমকালকে বলেন, এবারই প্রথম সরকারিভাবে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার স্বীকৃতি দিয়ে তাদের শিক্ষার বিভিন্ন স্তর অনুসারে সনদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০-এর আলোকেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জানা গেছে, সারাদেশে প্রায় ২৫ হাজার কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। এসব মাদ্রাসা থেকে আলাদা কারিকুলামে শিক্ষা নেওয়া শিক্ষার্থীদের 'নিজস্ব সনদ' দেওয়া হয়। ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম অনুসরণ হয় সেখানে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকরা জানান, এর আগে সরকারের গঠন করা কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনের আলোকে সরকার 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ' নামে পৃথক একটি সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। কমিশনের প্রধান হিসেবে কওমি শিক্ষা সংশ্লিষ্ট শীর্ষ এক আলেমকে চেয়ারম্যান করা হবে, তাকে সরকার নিয়োগ দেবে। এ কর্তৃপক্ষে থাকবেন সাতজন সদস্য। তারাও শীর্ষ আলেম।

বর্তমানে কওমি শিক্ষা ব্যবস্থা আলাদা পাঁচটি বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ পাঁচ বোর্ডের চেয়ারম্যানরা পদাধিকারবলে এর সদস্য হবেন। সরকারের পক্ষে যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তাকে কর্তৃপক্ষের সদস্য করা হবে। কর্তৃপক্ষ পছন্দমতো একজনকে সদস্য সচিব করবেন।

কর্তৃপক্ষের কাজ হবে কওমি মাদ্রাসার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সনদ প্রদান। এ ছাড়াও রয়েছে অন্যান্য বোর্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও নিজেদের মতো করে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করে শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন করা।